সংবাদ

তারিখ ... 11 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

চাঁদপুরে উপবৃত্তির টাকা তুলতে ঘুষ বাণিজ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চাঁদপুর

জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিধাভোগী অভিভাবকদের উপবৃত্তির টাকা তুলতে গিয়ে বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে। সারাদেশের মতো ফরিদগঞ্জেও রূপালী ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং 'সিওর ক্যাশ'র মাধ্যমে উপজেলার (পৌরসভা বাদে) ১৫টি ইউনিয়নে এ উপবৃত্তি প্রদান করছে সরকার। তারাতারি অভিভাবকদের কাছে উপবৃত্তির টাকা পৌঁছানোর এ প্রচেষ্টাটি ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হলেও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় সিওর ক্যাশ এজেন্টেদের অনেকের 'অতিলোভী' মনোভাবের কারণে তৃণমূলে এর প্রভাব পড়ছে। অভিভাবকরা জানান, সিওর ক্যাশের এজেন্টের কাছ থেকে টাকা তুলতে গেলে তারা জনপ্রতি ১০ টাকা হারে টাকা কেটে রাখছে। অথচ সিওর ক্যাশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা এজেন্টদের উপবৃত্তির টাকা প্রদানের উপর প্রাপ্ত কমিশন ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১৭৪টি বিদ্যালয় উপবৃত্তির আওতায় রয়েছে। এর মধ্যে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭২টি, ইবতেদায়ী ১টি এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ৯৭জন সুবিধাভোগী অভিভাবক চলতি বছরে মোট ৯০ লাখ ২২ হাজার ৩৭৫ টাকা উপবৃত্তি পাচ্ছে। ইতিপূর্বে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে এ টাকা প্রদান করা হলেও বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রূপালী ব্যাংকের 'সিওর ক্যাশ'র মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে এ অর্থ বিতরণ শুরু করে। সিওর ক্যাশ কর্তৃপক্ষ ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রসহ বিভিন্ন বাজারে তাদের এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে এ উপবৃত্তির টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নিয়োগকৃত এজেন্টদের অনেকে এ সুযোগে অর্থ হাতিয়ে নেয়া শুরু করে। ২০০/৩০০ হারে এ উপবৃত্তির টাকা যে পরিমাণই হোক না কেনো তারা ১০ টাকা হারে কেটে রাখছে। এ হারে প্রতিটি এজেন্ট বাড়তি অর্থ নিলে এক অর্থ বছরেই কয়েক লাখ টাকা তাদের পকেটে চলে যায়। জানা গেছে, রূপসা বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিধাভোগী অভিভাবকরা উপবৃত্তির টাকা সিওর ক্যাশ এজেন্ট রূপসা মধ্য বাজারের রাজীব শুভেচ্ছা প্লাজার টেলু মিয়ার দোকানে উত্তোলন করছেন। কিন্তু এজেন্ট টেলু মিয়া ও তার ছেলে সজীব হোসেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০ টাকা করে কেটে রাখছে।

ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী আমেনা বেগম জানান, আমার মেয়ের অভিভাবক হিসেবে আমি উপবৃত্তির টাকা সিওর ক্যাশ এজেন্ট টেলু মিয়ার দোকানে উত্তোলন করতে গেলে তিনি আমাকে ৩০০ টাকার স্থলে ২৯০ টাকা প্রদান করেন। একই স্কুলের শিক্ষিকা সায়েরা বেগমও জানান, তার সন্তানের অভিভাবক হিসেবে তিনি উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করতে গেলে তার কাছ থেকেও ১০ টাকা কেটে রেখে দেয় এজেন্ট। টাকা কেটে রাখার বিষয়টি জানতে চাইলে ওই এজেন্ট জানান, এটা খরচ বাবদ রাখা হয়েছে।

উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের চৌরঙ্গী বাজারের সিওর ক্যাশ এজেন্ট মোরশেদ আলম বাজার সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩শ' শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে কেটে রাখেন বলে অভিভাবকরা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। যদিও বোরহান উদ্দিন নামে একজন এজেন্ট বাড়তি টাকা না নেয়ার কথা জানালেও বাড়তি টাকা নেয়ার চিত্র পুরো উপজেলার। উপবৃত্তির টাকা থেকে বাড়তি অর্থ কেটে রাখার কথা স্বীকার করে রূপসা বাজারের সিওর ক্যাশ এজেন্ট টেলু মিয়া ও পাইকপাড়া বাজারের সিওর ক্যাশ এজেন্ট মোরশেদ আলম জানান, প্রথমে ১০ টাকা করে নিয়েছি, পরে অফিস থেকে নিষেধ করার পর এখন আর নেই না।

এ ব্যাপারে সিওর ক্যাশের কুমিল্লা অঞ্চলের কর্মকর্তা আবুল বাশার ফোনে জানান, ঘটনাটি দুঃখজনক। কারণ, এজেন্টদের উপবৃত্তির কমিশনের টাকা ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার ফরিদ উদ্দীন আহম্মদ জানান, উপজেলার ২৮ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থীর সুবিধাভোগী অভিভাবক উপবৃত্তি সুবিধা পাচ্ছে। আর সিওর ক্যাশ কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা তালিকা হস্তান্তর করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে তাদের এজেন্টদের তালিকা দেয় নি। তালিকা পেলে আমাদের সহকারী শিক্ষা অফিসাররা এসব বিষয়ে তদারকি করতে পারতেন। এসব অনিয়মও হতো না। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত।